৩৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 22 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রদান

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আরবী শিক্ষার অন্যতম ধারা কওমী মাদ্রাসার সনদকে অবশেষে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ ঘোষণা দেন। কওমী মাদ্রাসার সনদের সরকারী স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৯০ সাল থেকে কওমীর ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলন করে আসছে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করা

কওমি মাদ্রাসার

(প্রথম পৃঃ পর)

পেশায় আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এ ঘোষণায় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন অভিনন্দন জানিয়েছেন। গত বুধবার থেকে খেলাফত মজলিসের আমীর ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক মুক্তাঙ্গনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে আসছিল। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর সাথে খেলাফত মজলিস নেতৃবৃন্দের একাধিক বৈঠক হওয়ার পর সুস্পষ্ট আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিনিধিত্বমূলক উলামা মাশায়েখের উপস্থিতিতে কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সরকার কওমী মাদ্রাসার দাওরা (সর্বোচ্চ) ডিগ্রীকে এম এ (ইসলামী শিক্ষা ও আরবী সাহিত্য) ডিগ্রীর সমমান দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য দেশের বরেণ্য ও সম্মানিত উলামাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৌশলের রূপরেখা সরকারের নিকট পেশ করবে। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ন্যায্য অধিকার পাবে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়নে সরকার সবকিছুই করবে। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে উপস্থিত ওলামা মাশায়েখগণ আলহামদুলিল্লাহ বলে উল্লাস প্রকাশ করেন।

শুধুমাত্র আরবী শিক্ষাকে অধিক মাত্রায় প্রাধান্য দিয়ে ১৯৩০ সাল থেকে দেশে কওমী মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়। এ ধারার শিক্ষায় ৯০ শতাংশ আরবী এবং বাকি ১০ শতাংশ বাংলা, অংক এবং ইংরেজি পড়ানো হয়ে থাকে। দেশে বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ২০ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। সরকারের